AHOBAN—BANGLA

Volume: 2, Issue 3

খোৎবার সারাংশ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

৩০শে আগস্ট, ২০১৯

আমাদের প্রাণপ্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) গতকাল ৩০শে আগস্ট, ২০১৯ লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদে পুর্বের ধারাবাহিকতায় মহানবী (সা.)-এর বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করে খুতবা প্রদান করেন।

হুযুর (আই.) তাশাহহুদ, তাআ'বÿয ও সুরা ফাতিহা পাঠের পর বলেন, বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণে আজ আমি প্রথম যে সাহাবীর উলেস্নখ করব তার নাম হল, হযরত উতবা বিন মাসউদ হুযালী (রা.)। তিনি বনু মাখযুম গোত্রের লোক ছিলেন এবং বনু যুহরা গোত্রের মিত্র ছিলেন। তার পিতার নাম মাসউদ বিন গাফেল এবং মাতার নাম উম্মে আবদ্ বিনতে আবদে উদ্দ। হযরত আব্দুলস্নাহ্ বিন মাসউদ তার সহোদর ভাই ছিলেন। তিনি মক্কার প্রথম দিকের মুসলমানদের অন্যতম ছিলেন। হাবশা বা ইথিওপিয়ায় দ্বিতীয় দফায় হিজরতকারীদের মধ্যেও তিনি অঁন্তর্ভুক্ত ছিলেন।তিনি আসহাবে সুফফার মধ্যে অঁন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রাসঙ্গিকভাবে হুযুর এখানে আসহাবে সুফফাদের বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন। মসজিদে নববীতে ছাউনি দেয়া চাতালের মত একটি অংশ ছিল, যেখানে বাড়ি–ঘর হারা মুহাজির সাহাবীরা অবস্থান করতেন। আরবী ভাষায় চাতালকে সুফফা বলা হয়, এজন্য সেই সাহাবীদের আসহাবে সুফফা বলা হতো। তারা সারা দিন মহানবী (সা.)-এর সানিœধ্যে অবস্থান করতেন ও হাদীস শুনতেন। মহানবী (সা.) তাদের খুব খেয়াল রাখতেন এবং তাঁর (সা.) কাছে যে খাবার বা উপহার-ই আসত, তাথেকে একটি অংশ অবশ্যই আসহাবে সুফফার জন্য আলাদা করে রাখতেন। সাহাবীরাও সাধ্যমত তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতেন, কেউ কেউ মসজিদে তাদের জন্য খেজুরের ছড়া ঝুলিয়ে রাখতেন যেন আসহাবে সুফফা তাথেকে খেতে পারেন। তবুও প্রায়শই তাদেরকে অভুক্ত থাকতে হতো। এত কষ্ট সত্ত্বেও তারা কখনো মহানবী (সা.)-এর সানিœধ্য ত্যাগ করেন নি। মহানবী (সা.) তাদের জন্য একজন শিক্ষাকও নিযুক্ত করেছিলেন যিনি তাদেরকে কুরআন শিখাতেন, এজন্য তাদেরকে ক্বারী বলা হতো। অন্য কোন জাতি বা গোত্রে তবলীগ বা কুরআন শিখানোর প্রয়োজন হলে মহানবী (সা.) তাদের মধ্য থেকেই কাউকে প্রেরণ করতেন। পরবর্তীতে তাদেরকে অনেক বড় বড় পদেও অভিষিক্ত করা হয়; হযরত আবু হুরায়রা হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে বাহরাইনের ও আমীর মুয়াবিয়ার যুগে মদীনার গভর্ণর নিযুক্ত হন, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস বসরার গভর্ণর নিযুক্ত হন, হযরত সালমান ফার্সী মাদায়েনের গভর্ণর নিযুক্ত হন, হযরত আম্মার বিন ইয়াসের কুফার গভর্ণর নিযুক্ত, হযরত উবাদা বিন জাররাহ ফিলিস্তিনের গভর্ণর নিযুক্ত, হযরত আনাস বিন মালেক, যায়েদ বিন সাবেত– তারাও বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত হন বলে ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায়, আর তারা সবাই সুফফার অধিবাসী ছিলেন।

হুযুর (আই.) বলেন, সহীহ বুখারীতে উতবা বিন মাসউদের নাম বদরী সাহাবীদের তালিকায় অঁন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যদিও কতিপয় অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থে তাকে বদরের যোদ্ধাদের মাঝে অঁন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। তিনি ২৩ হিজরিতে হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন আর হযরত উমর (রা.) স্বয়ং তার জানাযা পড়ান।

দ্বিতীয় সাহাবী হলেন, হযরত উবাদা বিন সামেত আনসারী (রা.), তার পিতা ছিলেন সামেত বিন কায়েস ও মাতা কুররাতুল আঈন বিনতে উবাদা। তিনি আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয়– উভয় বয়আতেই অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বনু অওফ বিন খাযরাজ গোত্রের নেতা ছিলেন। তার এক পুত্রের নাম ছিল ওয়ালীদ, যার মা ছিলেন জামিলা বিনতে সা'সা, অপর পুত্র মুহাম্মদের মাতা ছিলেন হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান। তার ভাই অওস বিন সামেতও বদরী সাহাবী ছিলেন। হযরত আবু মারসাদ গানভী হিজরত করে মদীনায় আসলে মহানবী (সা.) হযরত উবাদা বিন সামেতকে তার ধর্মভাই বানিয়ে দেন। হযরত উবাদা বিন সামেত বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)- এর সহযোদ্ধা ছিলেন। তিনি ৩৪ হিজরিতে ফিলিস্তিনের রামালস্নায় ইন্তেকাল করেন, আজও তার সমাধি সেখানে বিদ্যমান। তিনি মহানবী (সা.)-এর বরাতে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৮১। হুযুর এস্থলে তার বর্ণিত কয়েকটি হাদীস উলেস্নখ করেন। মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় যে পাঁচজন আনসারী সাহাবী কুরআন সংকলনের কাজ করেছিলেন, হযরত উবাদা বিন সামেত তাদের একজন ছিলেন। হুযুর বলেন, হযরত উবাদা বিন সামেত সম্পর্কে আরও অনেক বর্ণনা রয়েছে, সেগুলোর আলোকে আগামীতে আবার বর্ণনা করা হবে।

এরপর হুযুর একটি জানাযার ঘোষণা দেন যা শ্রদ্ধেয় তাহের আরেফ সাহেবের, যিনি ২৬শে আগস্ট যুক্তরাজ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন, ইনœা লিলস্নাহি ওয়া ইনœা ইলাইহি রাজিউন। মরহুম ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। হুযুর (আই.) তাকে কয়েক বছর পূর্বে ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করেন, যা তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পালন করেছেন। তার পিতা মোকাররম চৌধুরী মুহাম্মদ ইয়ার আরেফ সাহেব জামাতের মুবালিস্নগ ছিলেন। মরহুম পাকিস্তানের একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন এবং তিনি পাকিস্তান পুলিশের মহাপরিদর্শক হিসেবে অবস গ্রহণ করেন। তিনি খুবই বিনয়ী, সম্রও নির্ভীক মানুষ ছিলেন; খিলাফতের জন্য পরম সম্মান ও আত্মাভিমান রাখতেন। তিনি হুযুরের সহপাঠী ছিলেন, হুযুর কলেজে অধ্যয়নকালেরও কিছু স্মৃতিচারণ করেন এবং নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মরহুমের অনন্য কিছু গুণের উলেস্নখ করেন। তিনি গভীর ধর্মীয় জ্ঞান রাখতেন, জামাতের সেবক ও ওয়াকেফীনদের জন্য খুব শ্রদ্ধা রাখতেন। হুযুর দোয়া করেন, আলস্নাহ্ তা'লা যেন তাকে নিজ কৃপা ও ক্ষমার চাদরে আবৃত করে রাখেন এবং তার মর্যাদা উনœত করেন, আর তার সন্তান-সন্ততিকেও পিতার আদর্শ অনুসরণ করার ও খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার তৌফিক দান করেন। (আমীন)

<u>১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০১৯</u>

আমাদের প্রাণপ্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) পূর্বের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে গতকাল ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০১৯ কিংসলের কান্ট্রি মার্কেটে অবস্থিত মজলিস আনসারম্নলস্নাহ্, যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমা গাহ্ থেকে মহানবী (সা.)-এর বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করে খুতবা প্রদান করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করার পূর্বে আনসারম্নলস্নাহ্র ইজতেমা প্রসঙ্গে একথা বলে দিতে চাই যে, সাহাবীরা, যাদের মধ্যে আনসারও ছিলেন আর মুহাজিরও ছিলেন, তারা ইসলাম গ্রহণের পর নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেছিলেন আর আত্মত্যাগ, তাক্বওয়া, বিশ্বস্ততা আর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার উনœত আদর্শও প্রদর্শন করেছিলেন। আপনারা এখানে যারা আনসারম্নলস্নাহ্র বয়সের উপস্থিত আছেন– আপনারা একাধারে আনসারও এবং মুহাজিরও। তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মবিশেস্নষণ করতে থাকুন, আমাদের সামনে পূর্ববর্তীরা যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে গিয়েছেন আমরা তা কতটুকু অনুসরণ করছি।

এই ভূমিকার পর হুযুর খুতবার মূল বিষয়ে ফিরে আসেন। আজ প্রথম যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তিনি হলেন, হযরত নু'মান বিন আমর (রা.), বিভিনœ বর্ণনায় তার নাম নু'য়েমানও পাওয়া যায়। তার পিতার নাম ছিল আমর বিন রিফা ও মাতার নাম ফাতিমা বিনতে আমর। ইবনে ইসহাকের মতে তিনি আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় ৭০ জন আনসারের দলভুক্ত ছিলেন। তিনি বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে অংশ নেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, নু'য়েমান সম্বন্ধে ভালো ছাড়া কিছু বলো না, কেননা সে আলস্নাহ্ ও তাঁর রসুলকে ভালোবাসে।তিনি ৬০ হিজরিতে আমীর মুয়াবিয়ার যুগে মৃত্যুবরণ করেন। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর বছরখানেক পূর্বে হযরত আবু বকর (রা.) সিরিয়ার বসরায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন, সে সময় তার সাথে নু'মান ও সুয়াইবাত বিন হারমালাও গিয়েছিলেন। তারা দু'জনই বদরী সাহাবী ছিলেন এবং উভয়েই খুবই রসিক মানুষ ছিলেন। এই সফরেই হযরত সুয়াইবাত হযরত নু'মানকে ঠাট্টাচ্ছলে অন্য জাতির একদল লোকের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলেন, যা হুযুর ইতোপূর্বে হযরত সুয়াইবাতের স্মৃতিচারণের সময় উলেস্নখ করেছিলেন। পরবর্তীতে হযরত আবু বকর ফেরত এসে নু'মানকে মুক্ত করেছিলেন। মহানবী (সা.) ও সাহাবীরা যখন এই ঘটনা শুনেন তখন খুব হাসাহাসি করেন। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, সাহাবীরা রসকষহীন ও কাঠখোট্টা স্বভাবের ছিলেন না, বরং তাদের মধ্যেও অদ্ভুত অদ্ভুত রসিকতার ঘটনা ঘটতো। হযরত নু'মানের বিভিনœ রসিকতায় মহানবী (সা.) ও সাহাবীরা বিনোদন লাভ করতেন এবং হাসতেন। হযরত নু'মান সম্বন্ধে জানা যায়, মদীনায় যখনই কোন ফেরিওয়ালা আসত, তিনি অবশ্যই তার কাছ থেকে কিছু না কিছু মহানবী (সা.)-এর জন্য ক্রয় করতেন এবং তাঁকে (সা.) দিয়ে বলতেন, হে আলস্নাহ্র রসুল! 'এটা আমার পক্ষ থেকে আপনার জন্য উপহার।' কিন্তু যখন সেই ফেরিওয়ালা জিনিসের দাম নিতে আসত, তখন নু'মান (রা.) তাকে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে গিয়ে বলতেন, 'একে এর জিনিসের দাম দিয়ে দিন'। মহানবী (সা.) প্রশœ করতেন, 'তুমি না আমাকে এটা উপহার দিয়েছ?' নু'মান (রা.) জবাব দিতেন, 'হে আলস্নাহ্র রসুল! আলস্নাহ্র কসম, আমার কাছে এই জিনিষের মূল্য দেওয়ার মত টাকা নেই। কিন্তু আমি চাই এটা (খাবার জিনিস হলে) আপনি খান বা এটা (রাখার মত জিনিস হলে) আপনি রাখুন।' তখন মহানবী হাসতেন এবং মূল্য পরিশোধ করার নির্দেশ দিতেন। মহানবী (সা.)-এর প্রতি সাহাবীদের এরূপ ঐকান্তিক ভালোবাসা ছিল।

দ্বিতীয় সাহাবী হলেন, হযরত খুবায়ব বিন ইসাফ (রা.), তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু জুশাম শাখার লোক ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল ইসাফ আর মায়ের নাম সালামা বিনতে মাসউদ। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত খুবায়ব তার বিধবা স্ত্রী হুবায়বা বিনতে খারজাকে বিয়ে করেছিলেন। মহানবী (সা.)-এর হিজরতের সময় যদিও খুবায়ব মুসলমান ছিলেন না, তবুও মুহাজিরদের আতিথেয়তা বা আপ্যায়ন করার সৌভাগ্য লাভ করেন; হযরত তালহা বিন আব্দুলস্নাহ্ ও সুহায়ব বিন সিনান তার বাড়িতে থেকেছিলেন বলে বর্ণিত আছে। হযরত খুবায়ব বদর ছাড়াও উহুদ, খন্দক ও অন্যান্য যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশ নেন। মদীনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলেও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি, বরং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সহীহ্মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বরাতে তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মহানবী (সা.) বদরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে খুবায়ব এসে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি চান। মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি আলস্নাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি ঈমান এনেছেন কি-না? তিনি (রা.) 'না' সুচক উত্তর দিলে মহানবী (সা.) তাকে ফিরিয়ে দেন। মুসলিম বাহিনী কিছুদুর অগ্রসর হওয়ার পর খুবায়ব আবারও আসেন, সেবারও মহানবী (সা.) তাকে ফিরিয়ে দেন। তৃতীয়বার এসে খুবায়ব পুনরায় যুদ্ধে যাবার অনুমতি চান এবং ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন, ফলে মহানবী (সা.) তাকে অনুমতি দান করেন। খুবায়ব (রা.) নিজেও তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত হয়েছে। খুবায়ব (রা.) বলেন, "আমি ও আমার জাতির আরেক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সমীপে এমন সময় উপস্থিত হই যখন তিনি (সা.) যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আমরা তখনও ইসলাম গ্রহণ করি নি; আমরা নিবেদন করলাম, আমাদের জন্য এটি খুবই লজ্জার বিষয় যে, আমাদের জাতি যুদ্ধে যাচ্ছে অথচ আমরা যাচ্ছি না। মহানবী (সা.) আমাদের বলেন, 'তোমরা দু'জন কি ইসলাম গ্রহণ করেছ?' আমরা বললাম, না। তখন মহানবী (সা.) বলেন, 'আমরা মুশরিকদের বিরম্নদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য চাই না।' তখন আমরা ইসলাম গ্রহণ করি এবং তাঁর (সা.) সাথে যুদ্ধে অংশ নিই। এই যুদ্ধে আমি একজনকে হত্যা করি এবং সে-ও আমাকে আহত করে।" বদরের যুদ্ধে তিনি কুরায়শ নেতা উমাইয়া বিন খাল্ফকে হত্যা করেছিলেন। প্রাসঙ্গিকভাবে হুযুর উমাইয়া বিন খাল্ফের নিহত হওয়ার ঘটনাটিও এখানে স্ববিস্তারে তুলে ধরেন। হযরত খুবায়বের মৃত্যুর ব্যাপারে একাধিক মত রয়েছে। কারো কারো মতে তিনি হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে ইন্তেকাল করেন, আবার কারো মতে তিনি হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন।

হুযুর দোয়া করেন, আলস্নাহ্ তা'লা এই সাহাবীদ্বয়ের মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে থাকুন।

খুতবার শেষদিকে হুযুর (আই.) তিনটি গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন এবং মরহুমদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন। প্রথম জানাযা রাবওয়ার শ্রদ্ধেয়া রশিদা বেগম সাহেবার, যিনি মোকাররম সৈয়দ মুহাম্মদ সারোয়ার সাহেবের স্ত্রী ছিলেন; গত ২৪শে আগস্ট ৭৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, ইনœা লিলস্নাহি ওয়া ইনœা ইলাইহি রাজিউন। তার পরিবারের আদিনিবাস হল কাশ্মির। মরহুমার পরিবারে আহমদীয়াতের সুচনা তার পিতামহ মোকাররম ফতেহ মুহাম্মদ সাহেবের মাধ্যমে হয়। মরহুমার পাঁচ পুত্র জামাতের জীবন-উৎসর্গকারী; মুহাম্মদ মুহসিন তাবাসসুম সাহেব ও মুহাম্মদ মুমিন সাহেব মুয়ালিস্নম, দাউদ জাফর সাহেব ও যাকারিয়া সাহেব মুরব্বী এবং আরেক ছেলে আসিফ সাহেব খিলাফত লাইব্রেরির কম্পিউটার বিভাগে কর্মরত আছেন। মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহেব লাইবেরিয়ায় কর্মরত রয়েছেন, তিনি মায়ের জানাযায় যোগ দিতে পারেন নি।

দ্বিতীয় জানাযা ফিজির শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদ শমশীর খান সাহেবের, যিনি ফিজির নানদি জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন; গত ৫ই সেপ্টেম্বর তিনি ইন্তেকাল করেন, ইনœা লিলস্নাহি ওয়া ইনœা ইলাইহি রাজিউন। তার জন্ম ১৯৫২ সালে, ১৯৬২ সালে তিনি তার পিতার সাথে লাহোরী জামাত ত্যাগ করে বয়আত করে খিলাফতের ছায়াতলে আসেন। তিনি নিষ্ঠার সাথে জামাতের অনেক সেবা করেছেন।

তৃতীয় জানাযা শ্রদ্ধেয়া ফাতেমা মুহাম্মদ মুস্তফা সাহেবার, যিনি গত ১৩ই জুন ৮৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইনœা লিলস্নাহি ওয়া ইনœা ইলাইহি রাজিউন। তিনি ইরাকের কুর্দিস্তানের বাসিন্দা ছিলেন, বর্তমানে মেয়ের সাথে নরওয়েতে বসবাস করছিলেন। তার ৩ মেয়ে ও ৫ ছেলের মধ্যে এক মেয়ে আহমদী, যিনি নরওয়েতে থাকেন, মেয়ের তবলীগেই ২০১৪ সালে অনেক দোয়া ও চিন্তাভাবনার পর তিনি বয়আত করেন। তার বাকি সন্তানরা আহমদীয়াতের অনেক বিরোধিতা করছেন। মরহুমা অনেক গুণের অধিকারীণি ছিলেন। হুযুর সকল মরহুমের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন আর তাদের পদমর্যাদা উনœীত হওয়ার জন্য দোয়া করেন এবং তাদের সন্তানদেরও তাদের আদর্শের ওপর পরিচালিত হওয়ার এবং সন্তানদের অনুকুলে কৃত তাদের সকল দোয়া কবুল হওয়ার জন্য দোয়া করেন, আমীন। [প্রিয় শ্রোতাম-লি! হুযুরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোন বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযুরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল।]

জলসা সালানা বাংলাদেশ (সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট)

পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার কৃপায় ২রা মে ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৯৫ তম সালানা জলসা পঞ্চগড়ের আহমদনগরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জলসার কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি মোহতরম মাওলানা তারেক মোবাশ্বের আহমদ জামাতের পতাকা উত্তোলন করেন এবং বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশ্বেরউর রহমান জামাতের পতাকা উত্তোলন করেন। সকাল ৯ টায় জলসা সেশন শুরু হয় পবিত্র কোরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে। এরপর নবীদের মোহর হিসেবে হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) কে মানার গুরুত্ব, ইসলামী জীবন, ইসা (আঃ) এর মৃত্যু, ইমাম মাহদী (আঃ) এর সত্যতা ইত্যাদি বিষয়সহ বিভিনœ বিষয়ের উপর বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়। এর আগে গত ১২ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় প্রশাসন তিনদিন ব্যাপী বার্ষিক জলসা সালানা সাময়িকভাবে স্থগিত করেন। তারপরে তারা বারবার জলসার তারিখ পরিবর্তন করে ২রা মে ২০১৯ তারিখে একদিনের জন্য জলসা আয়োজনের জন্য অনুমতি প্রদান করেন এবং হুজুর (আঃ) এর অনুমতিসাপেক্ষে উক্ত তারিখে পঞ্চগড়ের আহমদনগরে বার্ষিক সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবেদক-সালেহ আহমদ সাহেব, বোস্টন, ম্যাসাচুসেট্স্

বাংলা ডেস্ক রিপোর্ট

নিউ ইয়র্ক

নিউইয়র্ক বাংলা বই মেলা

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহে ওয়াবারাকাতুহু। মহান আল্লাহতায়ালার অশেষ রহমতে নিউইয়র্ক জামা'ত জ্যাকসন হাইটস এ (১৪-১৬ জুন) আয়োজিত "২৮তম বাংলা বইমেলা"য় ৬ষ্ঠ বারের মত অংশগ্রহণ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। সার্বিকভাবে এই বছর আল্লাহর রহমতে এটি অনেক বড় একটি সাফল্য ছিল কারণ বিগত ৫ বছরে আয়োজিত বইমেলায় আমাদের বিক্রিত বইয়ের সংখ্যার চেয়ে এই বছর আমরা আরো বেশি সংখ্যক বই বিক্রি করতে সক্ষম হয়েছি।

আমরা এবছর পবিত্র কুরআনের বাংলা ভাষায় অনুবাদকৃত শেষ অনুলিপিটিও বিক্রি করেছি। পবিত্র কুরআনের বাংলা অনুবাদের ব্যপক চাহিদা ছিল এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা বাংলাদেশ থেকে ১০০টিরও বেশি বাংলায় অনুবাদকৃত পবিত্র কুরআনের অনুলিপি প্রেরণের অনুরোধ জানিয়েছি যা ইনশাআল্লাহ আগামী এক মাসের মধ্যে আমাদের কাছে পৌঁছে যাবে বলে আমরা আশা করছি। আমরা আরো কিছু জরুরী বই যেমন ইসলামি ইবাদত এবং অন্যান্য তবলীগ সংক্রান্ত বইয়ের জন্যেও অনুরোধ জানিয়েছি।

চ্যানেল আই এবং টিবিএন২৪ নিউজ – এই দুটি সংবাদ মাধ্যমে আমাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

যারা আগ্রহী ছিলেন এবং আমাদের কাছ থেকে বই কিনেছেন সেসব মেহমানকে আমরা আমাদের মসজিদে "কফি, কেক অ্যান্ড ট্রু ইসলাম"-এর জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি। যারা আমাদের কাছ থেকে বই কিনেছেন তাদের মাঝে কিছু মানুষকে আমরা ইউএসএ এর জলসা সালানাতেও আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ এদের মাঝে একজন তরুণ যিনি সুফি মতবাদের বিশ্বাসী তিনি জলসায় অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং নিশ্চিত করেন।

আলহামদুলিল্লাহ বইমেলার ৩ দিনই আমাদের খোদ্দাম ও আনসার স্বেচ্ছাসেবকরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও আমাদের জামা'তের অনেকেই তাদের পরিবারসহ পরিদর্শনে আসেন। \ তিনদিনে আমরা সর্বোমোট ১০০টিরও বেশি বই বিক্রি করেছি যার মধ্যে পবিত্র কুরআনের সংখ্যা প্রায় ১৫টি। আমরা দুইটি টেবিল জুড়ে আমাদের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলাম যার মাঝে ১টি টেবিলে ছিল শিশুতোষ বইসমূহ এবং অন্য ১টি টেবিলে ছিল বাংলা ও ইংরেজি বিভিন্ন বইসহ পবিত্র কুরআনের ইংরেজি ও আরবি ভাষায় অনুবাদকৃত অনুলিপি। যারাই আমাদের প্রদর্শনী দেখতে এসেছেন তাদের কাছে আমরা "কফি, কেক অ্যান্ড ট্রু ইসলাম" এর পাশাপাশি "ট্রু ইসলাম" এর প্রচারণাও করেছি।

প্রতিবেদক-সৈয়দ সাদ সাহেব, ভার্জিনিয়া

বাংলা ডেস্ক রিপোর্ট

ওয়াশিংটন ডিসি বাংলা বই মেলা

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহে ওয়াবারাকাতুহু। মহান আল্লাহতায়ালার অশেষ ফযলে গত ২২ ও ২৩ জুন ভার্জিনিয়ার আর্লিংটন এর শেরাটন পেন্টাগন সিটিতে আমরা বাঙালি ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত "বাংলা বইমেলা ২০১৯"-এ আহমদীয়া মুসলিম জামাত দ্বিতীয়বারের মতো অংশগ্রহণ করেছে। আগত অতিথিবৃন্দের কাছে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছানোর মধ্য দিয়ে সফলভাবে আমাদের নির্ধারিত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ।

দুইদিন ব্যাপী এই বইমেলায় আমাদের প্রদর্শনীতে পবিত্র কুরআন এবং ইসলাম ও আহমদীয়াতের বাণী সংযুক্ত বাংলা ও ইংরেজি ভাষার বিভিন্ন বইয়ের পাশাপাশি জামা'তের প্রচারপত্র ও আগতদের জন্য মন্তব্য প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। এছাড়াও বইমেলার শিশুদের মাঝে বিতরণের জন্য চকোলেট রাখা হয়। আমাদের প্রদর্শনীর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর ছবি সম্বলিত ব্যানার যার মাধ্যমে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমন বার্তা আগতদের সবার মাঝেই পৌঁছে দেয়া হয় আলহামদুলিল্লাহ।

বইমেলা উপলক্ষে খোদ্দাম, আনসার ও লাজনা স্বেচ্ছাসেবী সদস্যরা দিনব্যাপী উপস্থিত ছিলেন। জামাতের অন্তর্ভূক্ত ও জামাতের বাইরের অনেকেই সপরিবারে আমাদের প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। প্রত্যেকের কাছে জামাতের প্রচারপত্রে স্থানীয় মসজিদের ঠিকানা প্রদান করে "কফি, কেক অ্যান্ড ট্রু ইসলাম" এর জন্য নিমন্ত্রণ জানানো হয়। পাশাপাশি "জলসা সালানা ইউএসএ" এর জন্যেও সবাইকে নিমন্ত্রিত করা হয়। আগতদের মাঝে শিশুকিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক অতিথিসহ মোট ৩৫ জন অ-আহমদী বিভিন্ন বই নেন যাদের ১১ জনের সাথে সরাসরি তবলীগ সংক্রান্ত আলোচনা হয়। এদের মধ্যে ৪ জনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বইমেলা প্রাঙ্গনের প্রথম সারিতে স্থাপিত ব্যানারটি বইমেলায় আগত প্রায় সাড়ে তিনশতাধিক দর্শকের দৃষ্ট আকর্ষণ করে। বইমেলায় আগত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মাঝে আমাদের প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন বাংলা সাহিত্যের সনামধন্য লেখক আনিসুল হক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক হাসান মাহমুদ, ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের প্রধান রোকেয়া হায়দার সহ আরো অনেকেই যাদের প্রত্যেককে জামা'তের প্রচারপত্র দেয়া হয়। তারা পরিদর্শনের সময় আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন এবং লিখিত মন্তব্য প্রদান করেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বইমেলার সংবাদ প্রকাশিত হলে ১০০ জন লাইক দেন এবং প্রায় ৩০০০ মানুষের কাছে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের এই প্রদর্শনীর খবর ছড়িয়ে পড়ে।

প্রতিবেদক-সৈয়দ সাদ সাহেব, ভার্জিনিয়া

বিশেষ রিপোর্ট

সাক্ষাৎকার: আরব বিশ্বের আহমদীয়াত (পর্ব-২)

(জনাব তামিম আবু দাক্কা জর্ডানের নাগরিক। তিনি লন্ডনে আরবী †ডস্কে কাজ করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট ইসলামি আলেম। তিনি বাংলাদেশে আসতে পেরে অত্যšত্ম আনন্দিত এবং বাংলাদেশে এমটিএ ইউনিটটি দেখে আশা প্রকাশ ও দোয়া করেন যেন অচিরেই এমটিএ আলআরাবিয়ার মতো বাংলা ভাষায় এমটিএ বাংলা চ্যানেল চালু হয়।)

জনাব তামিম আবু দাক্কা: এই অবস্থার মধ্যে মিশরের বাদশাহ ফারুক যাকে ব্রিটিশ ও তাদের কিছু তাবেদার মুসলিম রাষ্ট্র ইসলামী বিশ্বের খলিফা বানাতে চেয়েছিল তিনি জামাল আবদুল নাসের কতৃক মিশর বিপ্ল‡বর মাধ্যমে পদচ্যুত হন। এর ফলে অবস্থা অন্যদিকে মোড় নেয় এবং মিশরের এই বিপ্ল‡বর পরে আরবদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয় তারা জামাল আবদুল নাসেরের ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে মুসলিম বিশ্বের নেতা হিসেবে মেনে নিয়ে তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এঅবস্থায় ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইনের অধিকাংশ অংশ ইসরাইল দখল করে নেয়, ফলে আরবরা ধর্মীয় বিষয়ের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং কিভাবে তারা প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করবে সেবিষয়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া শুরু করে। ১৯৬৭ সালে ইসরাইলের সাথে ৬ দিনের যুদ্ধে আরবরা আরো ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং হতাশায় নিমজ্জিত হয়। কারণ এই যুদ্ধের ফলে প্যালেস্টাইনের বাকি অংশসহ লেবানন, সিরিয়া এবং মিশরের একটি বড় অংশও ইসরাইলের কাছে হাতছাড়া হয়ে যায়, যারফলে আরবরা রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বেশী ব্যস্ত্ম হয়ে পড়ে।

এর কিছুদিন পরে সিরিয়া এবং মিশর ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ইসরাইলের অধিকৃত ভূমি ফিরিয়ে নিতে সমর্থ হয়, কিন্তু আবার তারা তা হারায় যখন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে সামরিক সহায়তা দেয়া শুরু করে। এঅবস্থায় আরববিশ্ব আরো হতাশায় নিমজ্জিত হয়। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের ফলে আরবদের মনোবল কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পেয়েছিল, তারা উপলদ্ধি করেছিল যে, ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধের ফলে ইসরাইলকেও হারানো সম্ভব। অন্যদিকে ইসরাইলও উপলদ্ধি করে এভাবে যুদ্ধ করে তাদের পরে টিকে থাকা সম্ভব নয় এবং আরব রাস্ট্রগুলোর মাঝে টিকে থাকার জন্য তারা রাজনৈতিক তৎপরতা আরম্ভ করে। এঅবস্থায় ধর্মীয় বিষয় আবার আরবদের মধ্যে বিবেচনায় আসতে শুরু করে,তারা একদিকে ঐক্যবদ্ধভাবে ইসরাইলকে মোকাবেলা করতে চেয়েছিল অন্যদিকে আহমদীয়াতকেও তারা সহ্য করতে পারছিলনা, কারণ, আরববিশ্বে যদি আহমদীয়াত বিস্ত্মারলাভ করে তবে তাদের ধর্মভিত্তিক রাজনীতিতে বাধার সৃষ্টি হবে, সেজন্য তারা আহমদীয়াতের বিরূদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এঅবস্থায় আরবদের মধ্যে কট্টর

ইসলামী দল মুসলিম ব্রাদারহুড,যাদের দর্শণের সাথে মওদুদীর দর্শণের মিল ছিল তারা চাচ্ছিল রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার অন্যদিকে সালাফী দল যারা সৌদী আরবভিত্তিক ওহাবী মতের অনুসারী তারা চাচ্ছিল সেসময়ের সৌদি বাদশাহ ফয়সালকে ইসলামীবিশ্বের নেতা বা খলিফা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু উভয় দলের জন্য আহমদীয়াত বাধা হয়ে দাড়িয়েছিল, কারণ আহমদীরা শাঙিত্মপূর্ণভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী এবং আহমদীদের মধ্যে ইতোমধ্যে খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সেঁদিআরব আরববিশ্বে আহমদীয়াতের বিস্ত্মার রোধে তারা পাকিস্ত্মানের মোল্লা‡`র সাহায্য নিয়ে আহমদীয়া বিরোধী প্রচারণায় লিপ্ত হয়। তারা পাকিস্ত্মানী মোল্লা‡`র সহায়তায় আহমদীদের অমুসলিম ও কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করার জন্য সবরকমের ষড়যঁে লিপ্ত হয় এবং এজন্য তারা একটি কনফারেন্সের আয়োজন করে এবং আহমদীদের বিরূ‡× 11 টি মিথ্যা অপবাদ দেয়, যার মাধ্যমে তারা প্রমান করার চেষ্টা করে আহমদীরা মুসলমান নয়। এই অপবাদগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো আহমদীরা মহানবী (সাঃ) কে খাতামানœাবীয়িন হিসেবে মানেনা, আহমদীরা মদ্যপান করে, আহমদীরা কাদিয়ানের দিকে ফিরে নামাজ পড়ে (নাউজুবিল্লাহ) ইত্যাদি। আর এই বিষয়গুলি তারা এতটাই সুনিপুণভাবে মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করতে থাকে, যারফলে আরবরা আহমদীয়াত সম্পর্কে বিভ্রাঁত্ম হয়ে পড়ে এবং আহমদীয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আল্লাহতায়ালা যেমন ইতিপূর্বে মিশরের বাদশাহ ফারুককে অপদস্ত্ম করেছিলেন তেমনিভাবে সেঁদি রাজতঁেও উপরও আল্লাহতায়ালার শাস্ত্মি নেমে আসে। সেঁদি বাদশাহ ফয়সাল আপন ভাতিজা কতৃক নিহত হন আর সেখানে যে সালাফী দল ছিল তারা বিভক্ত হয়ে যায়, একদল রাজতঁের পক্ষে অবস্থান †নয় এবং অপরদল রাজতঁের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে সসস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং সময় সময়ে তারা নানা সসস্ত্র ঘটনায় লিপ্ত হয়ে শত শত মানুষ হত্যা করে।

কিঁ আল্লাহতায়ালার ফযলে গত ১৫ বছর যাবৎ এটা পরিস্কার হতে শুরু করেছে যে, তারা এতদিন ধরে আহমদীয়াতের সম্পর্কে যা জানত, যেমন আহমদীয়াত একটি পৃথক ধর্ম, তাদের কিতাব ভিনœ, তারা কাবার দিকে ফিরে নামাজ পড়েনা, তারা মদ্যপানে অভ্যস্থ, তা মিথ্যা এবং আহমদীদের সম্পর্কে এখন তারা আসল সত্য জানতে শুরু করেছে। এবং আরবদের মধ্যে এই ধারণা জন্মাতে শুরু করেছে যে, এই সালাফীদল যারা শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে শাঙিত্মর ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাদের দ্বারা কোনোভাবেই ইসলামের কোনো কল্যাণ বা উনœতি হবেনা।

বর্তমানে আরববিশ্বে মুসলমানদের অবস্থা অত্যঁত্ম শোচনীয়। আরবযুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়, ইরাকের শাসকের পতন ও পশ্চিমা বিশ্বের আরবদেশগুলোকে নিয়ঁণ ইত্যাদির ফলে খ্রিস্টানরা এখন সেখানে সরাসরি ইসলামের বিরূ‡× যুদ্ধে নেমেছে। তারা কয়েকবছর যাবৎ সরাসরি ইসলাম এবং মহানবী (সাঃ) এর বিরূ‡× প্রকাশ্যে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এই অপশক্তির মোকাবেলা করার ক্ষমতা আরববিশ্বের কোনো আলেম বা ইসলামী নেতার নেই। খ্রিস্টীয় যাজকরা সরাসরি প্রশœ করছে কোথায় আল আজহারের আলেম? কোথায় ইসলামী পন্ডিতগণ, তোমরা কেন আমাদের প্রশেœর উত্তর দিচ্ছনা। কিঁ ইমাম মাহদী (আঃ) যিনি ভারতবর্ষে ইসলামের বিরূ‡× খ্রিস্টীয় আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন, যিনি ছিলেন কাসরে সেলিব, তার দল আহমদীয়া মুসলিম জামাত পুনরায় প্রমান করতে শুরু করেছে যে ইসলাম এবং মহানবী (সাঃ) উপর খ্রিস্টানদের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাত এবং এটি এখন আরববিশ্বের কাছে প্রকাশ হওয়া শুরু করেছে। সেসময় খ্রিস্টান যাজকরা এতটাই আক্রমনাত্বক ছিল যে, অ-আহমদীদের পক্ষ থেকে †কানো আলেম বা পন্ডিত কেউ যুক্তিপ্রমান নিয়ে তাদের মোকাবেলা করতে পারেনি। এমটিএর আল আরাবিয়া চ্যানেলের মাধ্যমে আহমদীরা খ্রিস্টানদের বিভিনœ আক্রমনের বিরূ‡× যুক্তি-প্রমান উপস্থাপন করেছে এবং আরবা এখন এমটিএ'র বিভিনœ অনুষ্ঠান দেখছে এবং আহমদীয়াত সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করছে। তারা দেখছে এতদিন যাদের সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ ছড়ানো হয়েছে তারাই সত্যিকার অর্থে ইসলামের সেবা করছে। এতদিন খ্রিস্টানরা অ-আহমদীদের বক্তব্য তুলে ধরে ইসলামকে আক্রমণ করত, আজ তারা আহমদীয়া জামাতের যুক্তির কাছে পরাভূত হয়েছে এবং আহমদীয়া জামাতের যুক্তি ও প্রমানের উপর তারা কোনো উত্তর দিতে পারছেনা। এতে করে আরবদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মাতে শুরু করেছে যে, একমাত্র আহমদীরাই পারে খ্রিস্টানদের অপপ্রচারের মোকাবেলা করতে এমনকি অ-আহমদীরাও এখন আহমদীদের বিভিনœ দলিল ও যুক্তিপ্রমান ব্যবহার করে খ্রিস্টানদের আক্রমণ প্রতিহত করছে।

এটা সত্যিকার অর্থে আনন্দের বিষয় যে, একদিকে আরবরা যেমন দেখছে এমটিএ'র মাধ্যমে আহমদীরা কিভাবে ইসলামের উপর আক্রমণকে প্রতিহত করছে অন্যদিকে যারা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন তাদের কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আহমদীয়াত গ্রহণে তাদের অনুপ্রাণিত করেছে। যেমন কেউ বহু বছর আগে স্বপেœ মহানবী (সাঃ) কে দেখেছিলেন বলে মনে করেছিলেন এখন মসীহ মাওউদ (আঃ) এর ছবি দেখে বলছেন, এই ব্যক্তিকেই তিনি স্বপেœ দেখে মহানবী (সাঃ) কে দেখেছেন বলে মনে করেছেন, কেউ কেউ আহমদী জামাতের খলিফাদেরও (আঃ) স্বপেœ দেখেছেন।

এখন কিছু ইমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে কিছু ব্যক্তি আহমদীয়াতে অšর্ভূক্ত হয়েছিলেন। প্রথম যে ঘটনাটি উপস্থাপন করা হচ্ছে তার সাক্ষী খাকসার নিজেই। দক্ষিণ জর্ডানের একটি শহরের একজন দšত্ম চিকিৎসক আহমদীয়াতের সত্যতাকে মেনে নিয়েছিলেন কিš তিনি আহমদী হতে সাহস পাচ্ছিলেন না। তিনি তার একজন বন্ধু যিনি অত্যšত্ম ধার্মিক ছিলেন, তাকে আহমদীয়াত সম্পর্কে জানালেন। তার বন্ধু আহমদীয়াত সম্পর্কে জানতেন না। তিনি তার বন্ধুকে উভয়ের জন্যই ইস্তেখারা করতে বলেন এবং মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যে দোয়ার মাধ্যমে ইস্তেখারা করতে বলেছেন সেভাবে ইস্তেখারা করতে পরামর্শ দেন। সেরাতেই দšত্মচিকিৎসকের বন্ধু স্বপেœ দেখেন, তিনি যেন আল্লাহ্র সামনে হাজির হয়েছেন এবং ইস্তেখারার দোয়াটি পড়ছেন। আল্লাহ উত্তরে তাকে বলেছেন ইমাম মাহদী (আঃ) সত্য। এঘটনার দুএকদিনের মধ্যেই তারা আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। কিš দšত্ম চিকিৎসকের স্ত্রী যিনি একজন হাফেজ ও একটি ইসলামী মহিলা দলের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন, তিনি তখনও আহমদীয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। একদিন সকালে দšত্মচিকিৎসক যখন ক্লিনিকে যাচ্ছিলেন, তখন তার স্ত্রীকে দেখালেন আহমদীরা একটি আংটি পরে থাকে যাতে লিখা থাকে "আলায়সাল্লাহু বিকাফিন আবদাহু"। হঠাৎকরে এটা শোনার পর পর তার স্ত্রী আশ্চর্য হয়ে যান এবং হাতদিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে আরম্ভ করেন এবং তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি সত্য বলেছেন কিনা। তিনি তখন তার স্বামীকে বলেন, সাত বছর আগে তিনি স্বপœ দেখেছিলেন, তিনি ইসা (আঃ) কে বিয়ে করেছেন এবং ইসা (আঃ) তাকে একটি আংটি দিয়েছেন যাতে লিখা ছিল "আলায়সাল্লাহু বিকাফিন আবদাহু"। এরপর দšত্মচিকিৎসকের স্ত্রীও আহমদীয়াত গ্রহণ করে।

আর একটি ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে যাতে ইরাকের শিয়া সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি স্বপেœ একটি আরবি কাসিদার পংতি শুনতে পেলেন। ঘুম থেকে জেগে তিনি পংতিটির উৎস খুজতে লাগলেন, তিনি ভাবলেন এটা হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে কোনো লেখা এবং শিয়াদের গ্রšে তিনি পংতিটি খুজতে থাকলেন এবং কোথাও পংতিটি খুজে পাচ্ছিলেন না। এর দুই-তিনদিন পরে তিনি টিভি দেখছিলেন এবং হঠাৎ করে এমটিএ দেখতে পান এবং ঠিক সেসময়েই টিভি পর্দায় মসীহ মাওউদ (আঃ) এর ছবি দেখানো হচ্ছিল আর কাসিদার লাইনগুলো পড়া হচ্ছিল যা তিনি স্বপেœ দেখেছিলেন। এরপর তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে একসপ্তাহ শুধু কেদেছিলেন, আল্লাহতায়ালা তাকে মসীহ মাওউদ (আঃ) কে জানার সুযোগ করে দেবার জন্য। এধরণের অনেক ঘটনা লন্ডন থেকে প্রকাশিত আল-ফযল প্রত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং খুব শীগ্রই তা পুস্তক হিসেবে প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।

সুতরাং এটা ঠিক নয় আরববিশ্ব আহমদীয়াত গ্রহণ করছে না। প্রথম দিকে রাজনৈতিক কারণ, মিথ্যা অপপ্রচার ইত্যাদির কারণে আরববিশ্ব আহমদীয়াত থেকে দূরে ছিল। কিš এখন এমটিএ চালু হওয়ার পরে সেখানকার মানুষের চোখ খুলে যাচ্ছে, তারা দেখছে আহমদীরা কিভাবে ইসলামের বিরূ‡× খ্রিস্টানদের অপপ্রচারকে প্রতিহত করছে। আবার, আল্লাহতায়ালাও আরবের মানুষকে রুইয়া বা স্বপেœর মাধ্যমে মসীহ মাওউদ (আঃ) এর আগমনের বার্তা দিচ্ছেন। সেদিন খুব বেশী দূরে নয় যেদিন আরবের একটি বড় অংশ আহমদীয়াতের পতাকাতলে সামিল হবে ইনশাআল্লাহ।

অনুবাদক-সালেহ আহমদ সাহেব, বোস্টন, ম্যাসাচুসেট্স্